এলে বেলে কথা- দুই

জসিম মল্লিক

১.

ডিসেম্বর মাস। এক শীতের সকাল। স্থান মানিকগঞ্জের গিলন্ড। তিনশ বিঘা জায়গা নিয়ে একটি বসত বাটি। চারদিকে রাজ্যের ফল, ফুল, সবুজে ঘেরা ঘন বাগান আর বিশাল পুকুর ঘেরা একটি প্রসাদোপম ধবল বাড়ি। ভোরের আলোয় যেনো এক রহস্যময় স্বপ্নপুরী। কুয়াশায় চারদিক ধোঁয়াশে হয়ে আছে। বিশাল পুকুরের উপর কুয়াশার চাদর স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সাকালের আলো তখনও ফোটেনি। দূরে ফজরের নামাজ পড়ে মসজিদ থেকে গ্রামের মুসল্লিরা ফিরছে। আমি সকালের জগিং করছি। চারদিক ভীষন নির্জন। কয়েকদিন ধরে আমি এ বাড়িটাতে অবস্থান করছি। ঢাকা শহরের অসহনীয় দম বন্ধ অবস্থা থেকে বুক ভরে নিশ্বাস নেয়ার জন্য একটি ভাল জায়গা। এ বাড়ির মানুষদের কোনো কিছু বাইরে থেকে আনতে হয় না। সব কিছুই এখানে হচ্ছে। এমনকি বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যন্ত।

সাদা রঙের বিরাট বড় দোতালা বাড়িটা অলস দাঁড়িয়ে আছে। মাত্র দু’জন বাসীন্দা বাড়িটাতে। আমার দেখা দু’জন সেরা মানুষ। প্রধান ফটকে প্রহরারত গার্ডরা সারারাত জেগে সকালের দিকে হয়ত একটু ঘুমিয়ে থাকতে পারে। চারিদিকে ফুলের বাগান। কী একটা রহস্যময় ফুল তার ঘ্রানে চারিদিক ’ম ’ম করছে। এমন তীব্র ঘ্রান যে মাথা ধরে যায়। আমি আজকে বাঁধানো পুকুর পার ধরে জগিং করছি। এত বড় পুকুর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। পুকুরের গভীর নীল জল কেমন স্থির হয়ে আছে। কাকের চোখের মতো। রহস্যময়। চারিদিকে শুন শান নিরবতা।

মহাসড়ক থেকে অনেকটা দূরে বাড়িটা। বাইরের কোনো শব্দই ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না।

আকস্মিক আমার অস্তিত্বের কোথায় যেনো একটা নাড়া খেয়ে গেলো! আমি কেমন অপশ্রিয়মান হয়ে যেতে থাকলাম নিজের কাছ থেকে। জাগতিক জীবন থেকে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছি আমি। নিজের ভিতরে আকস্মিক এক প্রশ্ন জাগ্রত হচ্ছে, কে আমি? কী আমার পরিচয়? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাবো?

নির্জনতা আমার খুউব প্রিয়। কোলাহলে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারি না। ছোট বেলা থেকেই আমি মানুষজন এড়িয়ে চলতাম। আমার শৈশব, কৈশোর ছিল বেশ সাদামাটা। একাকীত্বের মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠেছি বলে আজও সেসব থেকে বেড়িয়ে আসতে পরিনি। আমার চেনা জানা প্রায় সব মানুষের দেখি নানা ধরনের কর্মতৎপরতা। কত বৈষয়িক বুদ্ধি তাদের। এজন্য আমি তাদের সামনে খুউব অস্বস্তিবোধ করি। তাদের ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার কাছে আমি ম্লান হয়ে যাই। তারপরও যে আমাকে এইসব মানুষদের মুখোমুখি হতে হয় না তা না। সব সময়ই হতে হয়। এবং যথারীতি আমি ভোম্বল হয়ে থাকি। ধরা যাক কোনো একজন একক মানুষ, যে একাধারে ভালো রাঁধতে পারে, ভালো গাইতে পারে, ভাল বাঁশি বাজাতে পারে, ভাল সাঁতার জানে, আবৃতি করতে পরে, অভিনয় জানে, লিখতে পারে, ড্রাইভিং জানে, ভালো বক্তৃতা পারে, ভাল সেলাই জানে। কিছু মানুষের অনেক গুনাবলী। সুপারম্যান প্রজাতির। আমি এই প্রজাতির হতে পারিনি।

২.

সেদিনের সেই রহস্যময় ভোর আমার অস্তিত্বের মধ্যে প্রবল নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। এরকম আর কখনও হয়নি। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান একবার তাঁর একটি লেখায় লিখেছেন, 'খুব বিখ্যাত ফরাসী আধুনিক কবি পীয়েরে ইমানুয়েলের সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্যারিসে তাঁর বাসায় একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি নিজেকে কখন আপন করে পাও?' অন্য প্রসঙ্গ থেকে হঠাৎ এই প্রশ্ন করাতে আমি একটু অসুবিধা বোধ করলাম। তাপর তিনি নিজেই বললেন, 'দেখ আমি সবসময় এই প্যারিসে থাকি, প্যারিসের পথ দিয়ে হাঁটি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাই। কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না যে আমি পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পথের মানুষের শব্দ শুনি না। অনুষ্ঠানে গিয়ে অনুষ্ঠানের দৃশ্যও দেখি না এবং কর্মব্যস্ততার মধ্যে কর্মের যে আন্দোলন সেগুলোও অনুভব করি না। আমি সবসময় নিজেকেই অনুভব করি।' আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কিভাবে সম্ভব? জবাবে তিনি বললেন, 'মানুষ যদি চিত্তের মধ্যে একাগ্রতা নির্মাণ করতে পারে তাহলেই সেটা সম্ভবপর।'

আর একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখক রোজেক আইওয়া। এক নিমন্ত্রণে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখা গেলো তাঁর ঘরগুলো সব পাথরে ভর্তি। টুকরো টুকরো পাথর। নানা রঙের পাথর। বিচিত্র রকমের পাথর। ছড়ানো ছিটানো রয়েছে চারিদিকে। শুধু পাথর আর পাথর। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। অর্থাৎ পৃথিবীর সবচেয়ে দামী যে পাথর তারও নিদর্শন সেখানে আছে; সাগর তীরের নুড়ি তারও নিদর্শন সেখানে আছে। এর উপর তার কবিতার বইও আছে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো এতে তিনি কি আনন্দ পান। তিনি জানালেন, 'সবচেয়ে নির্জন হলো পাথর আর মানুষ সবচেয়ে কোলাহলমুখর। পাথর যেহেতু নির্জন সেহেতু পাথর কী বলতে চায় আমরা জানি না। পাথর আমাদের দিকে তাকায়, পাথর স্তব্দ হয়ে থাকে। সে স্তব্দতার মাঝেও

যেন সব কথা পুঞ্জিভুত হয়ে আছে। অসম্ভব নীল একটি পাথর দেখলে কি মনে হয় না যে এর মধ্যে পৃথিবীর আনন্দ, উচ্ছলতা একেবারে জমাট বেঁধে আছে? অথবা একটি লাল পাথরের মাঝেও কি আবেগ ও উত্তেজনার সংক্রমন লক্ষ্য করা যায় না? এই কারণে আমি পাথর সংগ্রহ করেছি পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে।'

৩.

গিলন্ডর সেই ধবল বাড়িটির বাসীন্দা হচ্ছেন একজন শিল্পপতি। আমি দীর্ঘদিন তার মত একজন অসাধারণ মানুষের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম। তার শিল্পপতি পরিচয় ছাপিয়েও তিনি যে একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ এই কথাটা খুব অল্প মানুষই জানে। তিনি আমার জীবনের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে দিয়েছেন। কীভাবে একজন অতি সাধারন মানুষ হয়ে বাঁচতে হয় তার কাছ থেকে জেনেছি। আমি যখনই সুযোগ পাই তার সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটিয়ে আসি। তিনিও আমাকে আপন জনের মতো গ্রহন করেন। আমি অসাধারন এক মানসিক তৃপ্তি অর্জন করি তার সান্নিধ্যে।

সেদিনের সেই মহান ভোর আমাকে এক নতুন পথের দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যখনই আমার সেই বাড়িটির কথা মনে পড়ে আমি একধরনের শক্তি পাই। কোলাহলের বাইরে থেকেও কিভাবে বাঁচা যায় সেটা আমি রপ্ত করি প্রতিনিয়ত। প্রতিটা মানুষের ভিতরের রুপটাই তার আসল পরিচয়। আমি যখন কারো কথা বেশি ভাবি তখন আমার মনে হয় সে একজন ভিন্ন মানুষ। অন্যদের চেয়ে সে আলাদা।

ফরাসী কবি ইমানুয়েল বা লেখক রোজেক আইওয়ার জীবন দর্শন অনুসরন করতে পারলে কতই না ভাল হতো! (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto